Yearly Action Plan

**D2D (Door to Door)**

**মেয়াদকাল :** ১ বছর (সম্ভাব্য ৫২ সপ্তাহ)।

**কর্ম এলাকা :** যশোর জেলা।

**উপজেলার সংখ্যা :** ০৮টি।

**অ্যাম্বাসেডর সংখ্যা :** ২৩ জন (২২ জুলাই, ২০১৯ ইং পর্যন্ত)।

**উপজেলা ওয়ারী অ্যাম্বেসেডর সংখ্যা :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **উপজেলার নাম** | **অ্যাম্বাসেডর সংখ্যা** |
| ০১. | কেশবপুর | ০১ |
| ০২. | মণিরামপুর | ০৫ |
| ০৩. | অভয়নগর | ০১ |
| ০৪. | বাঘারপাড়া | ০৪ |
| ০৫. | সদর | ০৬ |
| ০৬. | ঝিকরগাছা | ০১ |
| ০৭. | চৌগাছা | ০২ |
| ০৮. | শার্শা | ০৩ |

**পূর্ব পরিকল্পনা**

1. জেলা প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে অনুমতি প্রার্থনা করবেন। তিনি আগ্রহী হলে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিবেন। যদি কোন কারণে তিনি অপারগতা প্রকাশ বা অনাগ্রহী হন তবে নিজেদের উদ্যোগে কার্য পরিচালনা করতে হবে।
2. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানের টেলিফোন/মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করতে হবে। সম্ভব হলে ই-মেইল আইডি ও সংগ্রহে রাখতে হবে।
3. উপজেলা প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করবেন। তিনি আগ্রহী হলে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নিবেন। যদি কোন কারণে তিনি অপারগতা প্রকাশ বা অনাগ্রহী হন তবে নিজেদের উদ্যোগে কার্য পরিচালনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে উপজেলা প্রতিনিধির নেতৃত্বে উপজেলার সকল অ্যাম্বাসেডরগণ একত্রিত হয়ে কার্যারম্ভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

**কার্য পদ্ধতি**

1. প্রতি উপজেলায় যে ক'জন অ্যাম্বাসেডর দায়িত্বে আছেন তাদের সেই উপজেলার নিজস্ব অঞ্চল ভিত্তিক ভাগ করে নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।
2. যে উপজেলায় ১/২ জন আছেন সে উপজেলায় সহায়ক হিসাবে কমপক্ষে ০৩ জন এক্সপার্ট শিক্ষককে সাথে নিতে হবে। তাদের অ্যাম্বাসেডর মনোনীত করার যোগ্য করে তুলতে সহযোগিতা করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা অ্যাম্বাসেডর হতে পারেন।
3. প্রতি সপ্তাহে একটি প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করতে হবে। তবে বিশেষ কোন কারণে যদি প্রতি সপ্তাহে টার্গেট করা না যায় তবে প্রতি দুই সপ্তাহে অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করতে হবে।
4. প্রতি বৃহস্পতিবারে একজন অ্যাম্বাসেডর প্রতিষ্ঠান ছুটির পরে একটি প্রতিষ্ঠানে যাবেন। যাওয়ার আগে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে ১/২ ঘন্টা সময় চেয়ে নিবেন এবং সকল শিক্ষকদের উপস্থিত নিশ্চিত করতে বলবেন। ওখানে **এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ, কিশোর বাতায়ন, এম,এম,সি ও ইউনেস্কো টুলকিটস এই ৫টির অন্ততঃ ২টি বিষয়ে অবশ্যই ধারণা দিতে হবে। এছাড়া এসডিজি-৪ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর্যালোচনা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এটুআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকারী বিশেষ নির্দেশনা থাকলে সেটা সেই সময়ে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। যেমন: ফুলবন্ধু প্রতিযোগিতা, মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট প্রতিযোগিতা, পরিছন্নতা কার্যক্রমের নির্দেশনা ইত্যাদি।**
5. প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের জন্য নিজ এলাকার সম্ভাব্য ০৫ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। প্রথমটিতে সম্মতি পেলে ওই সপ্তাহে আর কোন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই।
6. যে প্রতিষ্ঠানে প্রোগ্রাম করবেন সেই প্রতিষ্ঠানের আইসিটিতে দক্ষ অথবা আইসিটি ফর এডুকেশনে আগ্রহ আছে সেই শিক্ষককে খুজে বের করতে হবে। তাকেই পরবর্তীতে ওই প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করা ও খোজ খবর নেয়ার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। যদি কাউকে না পাওয়া যায় তবে পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের আগ্রহী শিক্ষককে দিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করাতে হবে।
7. প্রত্যেক অ্যাম্বাসেডর নির্দিষ্ট ছকে মাসিক প্রতিবেদন তৈরী করবেন যা উপজেলা প্রতিনিধিকে ০৩ মাস পর পর দাখিল করবেন। প্রতিবেদনটি অবশ্যই ৪র্থ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সপ্তাহে যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করবেন সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট থেকে স্বাক্ষরিত নিশ্চিতপত্র/প্রত্যয়নপত্র নিবেন (নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী)।
8. বিভিন্ন বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সম্ভাবনা থাকবে সেটাকে মাথায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে সেগুলো কৌশলে করতে হবে অথবা এড়িয়ে যেতে হবে। কোনক্রমেই কোন প্রতিষ্ঠানকে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।
9. সব ঘটনাকে পজেটিভলি নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।
10. এই সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ফেসবুক গ্রুপে অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোষ্ট করতে হবে। যাতে এটুআই বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় অ্যাম্বাসেডরদের কার্যক্রম অবহিত হতে পারেন।

**নিশ্চিতপত্র / প্রত্যয়নপত্র (নমুনা)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রমিক নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | প্রোগ্রামের তারিখ | প্রোগ্রামের সময়কাল | উপস্থিত শিক্ষকের সংখ্যা | প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর |
|  |  |  |  |  |  |

**মনিটরিং**

1. উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অ্যাম্বাসেডর উপজেলায় কর্মরত প্রত্যেক অ্যাম্বাসেডরের কাজ তদারকি করবেন, নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন ও প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করবেন। উপজেলা প্রতিনিধি প্রতি ০৩ মাস পর পর অ্যাম্বাসেডরগণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন।
2. জেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধিদের কাজ তদারকি করবেন, নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন ও প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করবেন। উপজেলা প্রতিনিধির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সফট কপি প্রথম ০৬ মাস পর ও বছর শেষে জেলা প্রতিনিধির কাছে ই-মেইলে প্রেরণ করবেন। সব উপজেলার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সকল অ্যাম্বাসেডর এক স্থানে মিলিত হয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা করতে হবে।
3. পর্যালোচনার পর সকল অ্যাম্বাসেডরদের পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

**Implementation- 3C Indicator**

C1 – Command : জেলার দায়িত্বপ্রাপ্তদের নির্দেশনা মেনে চলা। প্রয়োজনে পরামর্শ দেয়া।

C2 – Collaboration : জেলার সকল এম্বাসেডরদের প্রত্যেকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

C3 – Campaign : নির্দিষ্ট সময় পর পর জেলা ভিত্তিক অথবা উপজেলা ভিত্তিক এক জায়গায়

মিলিত হয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

**পরিকল্পনায়ঃ**

**উৎপল বিশ্বাস**

**সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)**

লখাইডাংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মণিরামপুর, যশোর।

**জেলা অ্যাম্বাসেডর,** যশোর

**মডেল কন্টেন্ট ডেভেলপার,** এটুআই

**ট্রেইনার,** আই,এইচ,টি,টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়

**ট্রেইনার,** ইউ,আই,টি,আর,সি,ই ব্যানবেইস

**এম,আই,ই এক্সপার্ট,** মাইক্রোসফট বাংলাদেশ

**কন্টেন্ট এডিটর,** ইউনেস্কো, ঢাকা।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ**

**মোঃ আবু হাচান সরদার**

প্রধান শিক্ষক

চূয়াডাঙ্গা কৃষ্ণনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

জেলা অ্যাম্বাসেডর, যশোর।

**সৈয়দা মাহমুদা মিতুল ইভা**

প্রভাষক

পায়রাহাট ইউনাইটেড কলেজ

জেলা অ্যাম্বাসেডর, যশোর।

**মোঃ মতিয়ার রহমান,**

সহকারী শিক্ষক

যশোর বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

জেলা অ্যাম্বাসেডর, যশোর।